তারিখ ... ১৭।৭।৮০ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ১ ...

দৈনিক বাংলা

097

পাঁচ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী শিক্ষা বছরে 'পাঠ্যবই বিতরণ নিশ্চিত' করার জন্যে ডাকঘরের মাধ্যমে পুস্তক বিতরণের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন সংসদকে জানিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো জানান যে প্রাথমিক শিক্ষায় ৫ম শ্রেণীর পর 'প্রান্তিক পরীক্ষা' নেয়ার বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করে দেখছেন।

বুধবার জাতীয় সংসদে শ্রী প্রফুল্ল কুমার শীলের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান যে, বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের পুস্তক বিতরণের ব্যাপারে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের ইচ্ছা সরকারের রয়েছে। ডাকঘরের ব্যবস্থায় আগামী শিক্ষা বছরে 'পুস্তক বিতরণ নিশ্চিত' হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে এক সম্পূরক প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন যে বৃটিশ আমলে ডাকঘরের মাধ্যমে এমনকি ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইনও বিক্রি হতো।

টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্য বই নিয়ে বেশ কয়েকটি সম্পূরক প্রশ্নও করা হয়। ন্যায্যমূল্যেই ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক পায় কিনা এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষক

(১-এর পৃষ্ঠার পর)

বলেন যে বোর্ডের পাঠ্যবই নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয় কিনা তার জানা নেই।

শাহ মোঃ আবু জাফরের তারকা চিহ্নিত এক প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেন যে ৭৫ সালের পর বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের দাম প্রকৃতপক্ষে বাড়ানো হয়নি। বরং ৭৮ সালে ১ম হতে ৩য় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের দাম শতকরা ২৫ ভাগ কমানো হয়।

টেক্সট বুক বোর্ডের প্রকাশনা সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী বলেন যে প্রকাশনা খরচের ওপর বইয়ের দাম ধরা হয়, বোর্ড 'না-লাভ না-ক্ষতি' ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করে। সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান প্রকাশনা প্রসঙ্গে বলেন যে বোর্ডকে প্রকাশনার জন্যে ভর্তুকি দেয়া হয়।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৫ম শ্রেণীর প্রান্তিক পরীক্ষা

জনাব একেএম রফিকুল্লা চৌধুরীর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পরীক্ষার মত প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করার কোনো ইচ্ছে সরকারের আছে কিনা তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৫ম শ্রেণীর প্রান্তিক পরীক্ষা বিষয়ে জানান যে এব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০৭০টি পদ খালি

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী জানান যে বর্তমানে সরকারী কলেজে মোট এক হাজার ৭০টি শিক্ষকের পদ খালি আছে এবং পদ পূরণের জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নেয়া হবে

জনাব এম এ মতিনের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান যে সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাঁচ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ নিয়োগ-বিধি তৈরি করা হচ্ছে। নিয়োগ-বিধিতে নির্ধারিত যোগ্যতানুসারে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিরাও নিয়োগের জন্যে বিবেচিত হবেন।

জনাব এ কে এম মতিয়র রহমানের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন যে ৮০ সালে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়নি।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

জনাব আবদুল বারী সরদারের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন যে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোযোগী শিশু সংখ্যা এক কোটি ২০ লাখ। এর মধ্যে ৮২ লাখ ৬০ হাজার শিশুর পড়ালেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

সকলেরই পড়ালেখার ব্যবস্থার পরিকল্পনা রয়েছে। এ বছর থেকেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু হচ্ছে। ৮৫ সাল নাগাদ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।